সংবাদ
নাগরিক মঞ্চ

ই-পত্রিকা

১ ডিসেম্বর, ২০২১

শ্রমজীবী কনভেনশন

জনস্বার্থ বিরোধী লেবার কোড বাতিল হোক

কেন্দ্রীয়সরকার প্রবর্তিত লেবার কোড সাধারণভাবে শ্রমজীবী স্বার্থবিরোধী। শ্রমিকদের জন্য চালু আইনের পরিবর্তন করে লেবার কোড আসলে পুরোপুরি শ্রমিকের স্বার্থবিরোধী ব্যবস্থার জন্ম দিতে চলেছে। আসুন এর বিরুদ্ধে সবাই প্রতিবাদে সামিল হই।

- ☞ কাজের বোঝা বাড়ল। মজুরি বেতন কমলো।
- ☞ কম বেতন বাড়তি কাজ। ওভারটাইম বন্ধ।
- ☞ আট ঘণ্টার বেশি সময় কাজের আইন হলো।
- ☞ যখন খুশি ছাঁটাই অবাধ হলো।
- ☞ সুরক্ষা ও কাজের জায়গায় নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না।
- ☞ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সংকুচিত হলো।
- ☞ সমকাজে সমবেতন পাওয়ার অধিকার থাকল না।

৪ঠা ডিসেম্বর ২০২১, (04 December,2021)
শনিবার, বিকাল ৩টায়

লেবার কোড বাতিলের দাবিতে

শ্রমজীবী কনভেনশন
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, কলেজ স্ট্রিট

শ্রমজীবী কনভেনশন-এর আহ্বায়ক

- ওয়ার্কার্স ইনিশিয়েটিভ (শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি)।
- ট্রেড ইউনিয়ন সলিডারিটি সেন্টার (টি ইউ এস সি)।
- নাগরিক মঞ্চ।

সংগঠনগুলির পক্ষে কমল তেওয়ারি, অনুরাধা দেব, নব দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

সম্পাদকীয় —

নাগরিক মঞ্চ গত তিন দশকের বেশি সময় জুড়ে বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার কারণ অনুসন্ধান, শ্রমিকের দুর্দশা, সরকারের ভূমিকা, ট্রেড ইউনিয়ন ব্যর্থতা, বিকল্প শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধতা, শ্রমিক সমবায়ে কারখানা খোলার বিকল্প উদ্যোগ, ন্যায্য প্রাপ্যের দাবিতে আন্দোলন এবং সব ধরণের শ্রমজীবী মানুষের লড়াই আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত রাখা ও নানাবিধ যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি এসবের প্রচারে নাগরিক মঞ্চের প্রকাশনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকেছে। প্রায় ১৪৫ টি বই, পুস্তিকা প্রকাশ হয়েছে। ২০ টি অনুসন্ধানী রিপোর্ট বেরিয়েছে। এছাড়া অসংখ্য প্রচার পুস্তিকা, লিফলেট সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এভাবেই তেত্রিশ বছর কেটে গেলো। ভুলভ্রান্তি কাজেকর্মে যেমন থেকেছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিয়মিত মঞ্চ সংবাদ প্রকাশ করা যায়নি। চলমান সময়ে শ্রমিকদের বিষয়ে, শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনার কথা, জরুরি অর্থনীতির আলোচনা, পরিবেশদূষণ নিয়ে আমাদের মতামত এসব নিয়ে জরুরি কথোপকথন হয়নি, হচ্ছেনা। আমাদের অভিজ্ঞতা, আপনাদের হয়তো, অনেক ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে দৈনিক সংবাদে, প্রচারে যে সব বিষয়ে আলোচনা হয় তার অন্যরকমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে যা ঐ লেখায় বা সংবাদ ভাষ্যে অনুপস্থিত। আমরা চাই আমাদের কাজের বিষয়, কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উক্ত সংবাদকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে। তাই মঞ্চ সংবাদের পাশাপাশি প্রকাশ হবে নাগরিক মঞ্চ নিউজলেটার। মঞ্চ সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়কাল থাকলেও এখন থেকে নিউজ লেটার যখন প্রয়োজন মনে হবে বেরোবে। মঞ্চ সংবাদে গুরুত্ব পাবে শিল্প, শ্রম, পরিবেশের নানা বিষয়ে কেস স্টাডি। দেখা যাক আপনাদের সহযোগিতায় বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখানো কতদিন যায়। ভালো থাকবেন। সুস্থ থাকবেন।

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে পবন মুখোপাধ্যায় (৯৮৩১৩১৮২৬৫) কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, ব্লক বি, রুম ৭, কলকাতা - ৮৫ থেকে প্রকাশিত
অলঙ্করণ: প্রিন্ট ডট কম, ৯৮৩০১৩৫৩৮৩

জন-স্বার্থবিরোধী লেবার কোড বাতিল হোক

– নব দত্ত

মহারাষ্ট্রে আখচাষে যুক্ত নারী শ্রমিকরা সব জরায়ু বাদ দিচ্ছেন। ৩০ হাজার নারী শ্রমিক অস্ত্রোপচার করিয়েছেন কারণ ঋতুচক্রের দিনগুলোয় তাঁরা মজুরি থেকে বঞ্চিত হন। সমকাজে সমবেতন এটা স্রেফ কথার কথা। জুটমিলে নারী শ্রমিকদের সমীক্ষায় জানা গেছে ক্যান্টিনে পচা খাবার বেশি দামে কিনে খেতে বাধ্য করা হয়। কেননা বাইরে যাবার অনুমতি নেই। উপযুক্ত শৌচালয়, বিশ্রামকক্ষ, পানীয় জলের ব্যবস্থা এসবের জন্য চালু শ্রম আইনে ব্যবস্থা থাকলেও বেশিরভাগ কারখানা বা সংস্থায় এসবের অস্তিত্ব নেই। শ্রম দপ্তরের অস্তিত্ব আছে, সক্রিয়তা নেই। এই সব অসংগতি নিয়ে বিচারব্যবস্থার কাছে পৌঁছনোর সংগতি নেই। তাই শ্রম আইনের বদলে লেবার কোড যে শ্রমিকের অধিকারের বড় রদবদল ঘটাবে এটা জেনেও শ্রমিক-কর্মীরা নিষ্ক্রিয় থাকেন। প্রতিবাদে মুখর হন না।

শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় শ্রম আইনের পরিবর্তন অনেকদিনের কাঙ্খিত। সেটা ছিল অধিকারের সম্প্রসারণের দাবি, শ্রমিকদের মজুরি, সুরক্ষা, পেশাগত সুবিধা – এসব নিয়ে স্বাধীনতার পর ভারতে একাধিক কমিশন গঠিত হয়েছে। ১৯৬৯-এ প্রথম শ্রম কমিশন, ১৯৮৮-তে অসংগঠিত ক্ষেত্রে স্বনিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের জন্য জাতীয় কমিশন, ১৯৯১-এ গ্রামীন শ্রমিকদের জন্য জাতীয় কমিশন; ২০০২-এ দ্বিতীয় জাতীয় কমিশন; ২০০৭-এ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের অবস্থা এবং জীবন জীবিকার উন্নয়ন নিয়ে সুপারিশ। প্রত্যেকটি কমিশনে সুপারিশের মোদ্দা বিষয় ছিল শ্রমজীবী মানুষ। সংগঠিত-অসংগঠিত তথা অসুরক্ষিত শ্রমিক-কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার, বেতন বৈষম্য দূর করার, স্থায়ী কাজের নিশ্চয়তা বাড়ানো, অর্থাৎ কর্মজীবী নারী-পুরুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সম কাজে সম বেতন সুনিশ্চিত করা এবং সামাজিক সুরক্ষার রক্ষাকবচ আরও শক্তিশালী করা। অথচ বাস্তবে কি হল? প্রচলিত শ্রম আইনে শ্রমিক-কর্মীর ছিটেফোঁটা অধিকার যা ছিল কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত নয়া লেবার কোডে তাও কেড়ে নেওয়া হল। সংবিধানে সর্বোচ্চ আদালতে শ্রমিক-কর্মীর অধিকার সুরক্ষিত রাখলেও লেবার কোডে শ্রমিক-কর্মচারিদের একাধিক অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। আমরা জানতে পেরেছি লেবার কোড নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিধিনিয়ম (রুলস) তৈরীর আগেই দেশের ১৬টি রাজ্য সরকার নিজস্ব রুলস তৈরী করেছে, যা আইনসম্মত বা বিধিসম্মত নয়, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত লেবার কোড অনুযায়ী কোনো রাজ্যের রুলস তৈরী বিধি নয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত রুলস নিয়ে সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আপত্তি জানিয়েছে। এখনও কেন্দ্রীয় সরকার চারটি লেবার কোডের রুলস কার্যকর করতে সক্ষম হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে লেবার কোডগুলিতে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে কিভাবে মালিকের অধিকারের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ হয়েছে তা জানা প্রয়োজন।

এদেশের ৪৪টি শ্রম আইনকে এক জায়গায় নিয়ে এসে চারটি লেবার কোড করা হয়েছে। সেই চারটি কোড এরকম ঃ (এক) মজুরি সম্পর্কিত নিয়মাবলী (দুই) সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ সম্পর্কিত নিয়মাবলী (তিন) সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত নিয়মাবলী (চার) শিল্প শ্রমিক সম্পর্কজনিত নিয়মাবলী। স্বাধীন ভারতে পচাঁত্তর বছরে ধাপে ধাপে একাধিক আইনের জন্ম হয়েছে। শ্রম আইনে অজস্রবার সংশোধনী হয়েছে। শ্রমিকরা সাধারণভাবে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের কাছ থেকে সুবিচার পায়নি। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রের মোদী সরকার শ্রম আইন পরিবর্তন করে লেবার কোড-এর মাধ্যমে শ্রমিকদের মুখ্য অধিকারগুলি কার্যতঃ কেড়ে নিয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এমন আঘাত এবং ষড়যন্ত্র কোনো নির্বাচিত সরকার করেনি। এই আলোচনায় আমরা প্রধানতঃ বর্তমান লেবার কোড লিখিত শ্রম আইনে পরিবর্তন ও তার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার হরণ যেভাবে হয়েছে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলব।

অনেকেই মনে করেন এই লেবার কোড যা চালু শ্রম আইন তথা অধিকারের বিকল্প হিসাবে সামনে আনছে কেন্দ্রীয় সরকার তা স্রেফ কলকারখানায় যুক্ত শ্রমিকদের বিষয়। আমাদের রাজ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা মোট ৩ কোটি ১৫ লাখ, যার মধ্যে সংগঠিত সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ২২ লাখ, বাকি সবাই অসংগঠিত। এর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখের মত কৃষি শ্রমিক আছেন। লেবার কোড চালু হলে অর্থাৎ যদি আমরা 'ওয়েজ কোড' ধরি যাতে প্রায় সব ধরনের কাজকেই এবার ধরা হয়েছে, এমনকি সরকারি-আধাসরকারি কর্মীদেরও মেয়াদি চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। জনসংখ্যার অধিকাংশ কর্মরত সাধারণ মানুষকেই লেবার কোড লাগু হলে চিরাচরিত ন্যায্য অধিকার তথা সংবিধানপ্রদত্ত চাকরির নিশ্চয়তা, পেনশন, বেতন সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক বঞ্চনার শিকার হতে হবে। ফলে লেবার কোডের বিরুদ্ধে সমগ্র সমাজের, নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ বেশ জরুরী। সেই নিয়েই নতুন লেবার কোডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখার চেষ্টা করা হল।

বেতন সংক্রান্ত শ্রমকোডে বলা হয়েছে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে যে চালু ব্যবস্থা রয়েছে তা তুলে দিয়ে টাইম রেট (সময় নির্ধারিত কাজ) ও ফুরন প্রথায় কাজ (পিসরেট)-এর ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। তুলে দেওয়া হল দক্ষতার মাপকাঠি। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত মেনে চলা হত, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, সন্তানপালন, পেনশন, সঞ্চয়, ইত্যাদি স্থিরীকৃত বিষয়গুলি ধরে নির্ধারিত হত মজুরি। লেবার কোডে সাংবিধানিক দায়কে, সুপ্রিম কোর্টের ন্যূনতম মজুরী সংক্রান্ত নির্দেশকে অমান্য করা হল। জীবনযাত্রার জন্য যে খরচ হয়, সেই অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ একটি ন্যায্যতা, লেবার কোডে যা অস্বীকার করা হয়েছে। এছাড়া ন্যূনতম মজুরি হারের নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংশোধন আর বাধ্যতামূলক নয়। পাঁচ বছর অন্তর পর্যালোচনা হবে। এছাড়া যে শ্রমিকরা ১৮ হাজার টাকার বেশি বেতন পাবেন তাদের শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত না করে সুপারভাইজার করা হবে। এখন থেকে মালিক-কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হল তারা ইচ্ছামত শ্রমিকদের বেতন থেকে টাকা কেটে নিতে পারবে। ৮ ঘন্টা কাজের সময় তুলে দেওয়া হল। ওভারটাইম তুলে দেওয়া হল। এখন থেকে কোনও বাড়তি টাকা না দিয়ে শ্রমিকদের দিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো যাবে। নারীশ্রমিকদের ক্ষেত্রে রাত ৭টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কাজ না করানোর যে আইন ছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছে।

লেবার কোডের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ফ্লোরলেভেল মজুরি নির্ধারণ করেছেন ৪৬২৮ টাকা অর্থাৎ দিনে ১৭৮ টাকা। বলা হয়েছে এর নীচে কোনো রাজ্যে মজুরি নির্ধারণ করা যাবে না। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্ধারিত চালু মজুরি কোনো শিল্প বা পেশাতেই এখন এর থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। মজুরি নিয়ে ভয়ঙ্কর এই অমানবিক সিদ্ধান্ত প্রায় সমস্ত নিয়ম-নীতি আইন কানুনকে অগ্রাহ্য করে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের নির্লজ্জ স্বার্থরক্ষায় করা হয়েছে। অথচ মোদী সরকারের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ছিল মজুরি হোক দৈনিক ৩৭৫ টাকা থেকে ৪৪৭ টাকা। মাসিক হিসেবে ১১ হাজার ৬২২ টাকা, এসব মানা হয়নি। তার বদলে ফ্লোররেট করা হল দিনে ১৭৮ টাকা।

সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি দাবি করলেন ২১ হাজার টাকা মাসিক বেতন। মজুরি কোডে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার মাসিক ৪,৬২৮ টাকা, দিন পিছু ১৭৮। অথচ কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার সপ্তম পে-কমিশনে ন্যূনতম মজুরি ২১ হাজার টাকা স্থির করেছে, যা গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। পে-কমিশন ১৫ তম শ্রম সম্মেলনে যে মজুরি নির্ধারণ করেছে তা মেনে নিয়েছে। ২০১৫ সালে ৪৬তম শ্রম সম্মেলনে যে গৃহীত সূত্রের ভিত্তিতে তা মেনে নেওয়া হয়। মজুরি নির্ধারণের গৃহীত সূত্র ছিল এই রকম ঃ (ক) মাথাপিছু শ্রমিক পরিবারে সদস্য সংখ্যা - দুজন বয়স্ক এবং দুজন শিশু (খ) প্রত্যেকের ২৭০০ ক্যালরি খাদ্যের খরচ (গ) মাথাপিছু বছরে ১৮মিটার বস্ত্রের খরচ (ঘ) ন্যূনতম সরকারি হারে বাড়িভাড়া (ঙ) গ্যাস, বিদ্যুৎ খাতে খরচ হিসাবে ন্যূনতম মজুরির ২০ শতাংশ এবং (চ) সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ি ন্যূনতম ২৫ শতাংশ দিতে হবে পরিবারের শিক্ষা, চিকিৎসা ও পেনশন খাতে খরচ যা যুক্ত হবে মজুরিতে। অর্থনীতির সংজ্ঞানুযায়ী শ্রমিক একজন ব্যক্তি – তার মজুরি নির্ধারণ হয় তার উৎপাদনশীলতার ওপর। বিগত ৩০ বছরে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে ৭০ শতাংশ। অন্যদিকে প্রকৃত অর্থে তার মজুরি একই রয়ে গেছে। আশঙ্কা রয়েছে চালু শ্রম আইনে যেসব সুযোগ সুবিধা শ্রমিক, কর্মীরা পান তা তুলে দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সবেতেই বলা হয়েছে ঠিক করবেন 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'। ফলে বলা যায় নতুন কোড চালু হলে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' তা পাল্টে দিতে পারবেন। এরকম অদ্ভুত ব্যবস্থা আগে কোনো আইনে ঘটেনি। সংসদে পাশ হওয়া একটি আইন চাইলে একজন 'আমলা' আধিকারিক ইচ্ছামত পাল্টাতে পারবেন এরকম একটি সংবিধান-উর্দ্ধ ক্ষমতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, ই এস আই প্রকল্পে শ্রমিকরা চাইলে সদস্য নাও হতে পারেন – ফলে চাকরি পাওয়ার সময় নিয়োগকারি জোর করে লিখিয়ে নেবেন যে তিনি ই এস আই-তে যুক্ত থাকবেন না। বলা হচ্ছে কর্মীরা পেনশন সিস্টেমে নাম লেখাতে পারেন। কর্মচারিদের যাতে নির্দিষ্ট হারে পেনশন দিতে না হয় সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ।

শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হ্যাজার্ডাস ও বিপজ্জনক যে শিল্প বা কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা ছিল তা তুলে দেওয়া হল। কাজের জায়গায় স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার বিষয়টি স্থিরীকৃত করার অধিকার সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হল। পানীয় জল, টয়লেট, বাসস্থানের সুবিধা, ক্রেশ, ক্যান্টিন, ইত্যাদি 'কল্যাণমূলক' কাজকর্ম আর মালিকদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক দায় থাকল না। এটিও সরকারের সদিচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হল।

আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে মালিকরা সুবিধাজনক কাজের পরিবেশ, চিকিৎসাগত সুবিধা, বাসস্থান, ইত্যাদির সুবিধা দেবে। নারী শ্রমিকরা আশি দিন কাজ করলে মেটারনিটি বেনিফিট পাবেন। ঠিকা শ্রমের কাজকে বলা হয়েছে ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ স্থায়ী চুক্তির কাজ। শ্রমিকের চাকরি সংক্রান্ত অধিকার যা চালু শ্রম আইনে ছিল তা পুরোপুরি খর্ব করা হয়েছে। মেয়াদি চুক্তিতে চাকরি চালু করার কথা বলা হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীর যেটুকু সুরক্ষা ছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছে। মোদী সরকার লেবার কোড প্রবর্তন করে দেশে কোনও স্থায়ী চাকরি আর থাকবেনা জানিয়ে দিলেন। এমনকি সরকারি চাকরিকে এর আওতায় আনা হয়েছে, ছয়মাস মেয়াদের চুক্তিতে চাকরি হবে। শিল্প সম্পর্কিত কোডে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে দরকষাকষির কোনও সুযোগ রাখা হয়নি। এখন থেকে শিল্প সংস্থায় শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তা ঠিক করবে. মালিক। ছাঁটাই বা

লে-অফের ক্ষেত্রে যে সংস্থায় ৩০০ জনের বেশি শ্রমিক-কর্মী কাজ করেন সেখানে সরকারের অনুমতি নিতে হবে এবং সরকার ৬০ দিনের মধ্যে উত্তর না দিলে ধরে নিতে হবে সরকারের সম্মতি আছে। চুক্তি-কাজ এবং ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ছাঁটাই সংক্রান্ত এই ধারা কার্যকর হবে না।

এই লেবার কোড অনুযায়ী ৫০ থেকে ৩০০ শ্রমিক কাজ করেন এমন সংস্থায় লে-অফ, ছাঁটাই বা ক্লোজার করার জন্য সরকারের অনুমতির দরকার নেই, শুধু মাত্র ৬০ দিনের নোটিস দিলেই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেশে এখন ৮০ শতাংশ সংস্থায় তিনশোর কম শ্রমিক কাজ করেন। এই সব সংস্থায় এখন অবাধে ছাঁটাই করা যাবে। পি এফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, মেটারনিটি বেনিফিট, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা স্কিম নথীবদ্ধ করার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এই স্কিমে মালিকদের প্রদেয় অংশ চাইলে ছাড় দেবার ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের।

সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত লেবার কোড-এর আরেক বিপজ্জনক দিক হল, বর্তমানে সামাজিক সুরক্ষা আইনে বিভিন্ন রাজ্যে যে সুরক্ষা পরিচালন বোর্ড রয়েছে যাতে সেস বাবদ প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা রয়েছে। সেসবের কি হবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা হয়নি। শ্রম কোডে বলা হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক সামাজিক সুরক্ষার যে তহবিল রয়েছে সবটাই কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

ভারতে শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হওয়ার শতবর্ষ চলছে। এই সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা আইন করে কেড়ে নেওয়া হল। এখন থেকে লেবার কোড অনুযায়ি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করাতে গেলে মোট শ্রমিকের ন্যূনতম ১০ শতাংশ বা ১০০ জন শ্রমিক সদস্য থাকতে হবে। যেখানে অনেকগুলি ইউনিয়ন আছে সেখানে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ সদস্য থাকলে তবেই তা মালিক-কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকৃত ইউনিয়ন হিসাবে গণ্য হবে। এখন থেকে নতুন সংস্থার ক্ষেত্রে 'জনস্বার্থে' স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জনিত শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়গুলি আর কার্যকর থাকবে না। বোনাস দেওয়ার ক্ষেত্রে মালিকদের বক্তব্য মেনে নিতে হবে, লাভ-লোকসানের ব্যালান্সশীট দেখতে চাওয়া যাবে না। বেতন ও বোনাস সংক্রান্ত বৈষম্যের ক্ষেত্রে কোন ক্রিমিনাল কেস করা যাবে না, যা এতদিন করা যেত। এখন সিভিল কেস করা যাবে। কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলে বর্তমানে সেটি মালিকদের দায় হিসেবে গণ্য করা হত, লেবারকোডে সেটা শ্রমিকদের দায় হিসাবে দেখা হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক দোষী সাব্যস্ত হলে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা জেল হবে। শ্রম কোডে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল সমকাজে সমমজুরি দেওয়ার আইনি ব্যবস্থা তুলে দেওয়া। ঠিকাদার শ্রমিকদের টাকাপয়সা না দিলে প্রিন্সিপ্যাল এমপ্লয়ার তথা মুখ্য নিয়োগকর্তার কোনো আইনি দায়বদ্ধতা আর থাকল না।

বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো, সংসদে প্রায় বিনা আলোচনাতেই পাশ করিয়ে নেওয়া হলো । শ্রমিকদের দমন করার জন্য মালিকদের হাতে সাংঘাতিক হাতিয়ার তুলে দেওয়া হল। যেমন, মালিক যদি শ্রমিকের কাজে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে এই শ্রম আইনের দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়াই তিনি ঐ শ্রমিকে র মজুরি কাটতে পারেন। কম মজুরিতে বেশি উৎপাদন করিয়ে নেওয়ার চাপ বাড়বে। মজুরি ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগকারির শ্রমিক শোষণের প্রবণতা বাড়বে, শ্রমিককে বেগার খাটতে বাধ্য করবে।

সতেরো-আঠারো শতাব্দিতে পুঁজির যখন বিকাশ ঘটছে তখন কোনো শ্রম আইন ছিলনা। শ্রমিকদের দিনে আঠারো ঘন্টা কাজ করতে হত। তখন অ্যাপ্রেন্টিসশিপের খুব প্রচলন ছিল। সুবিধা হল এদের দিয়ে কম মজুরিতে যত খুশি, যেমন খুশি কাজ করিয়ে নেওয়া যেত। রাষ্ট্র এবং পুঁজির মধ্যেও একটা অশুভ আঁতাত তৈরী হয়েছে, যার মাধ্যমে পুঁজি আরও শক্তিশালী হচ্ছে এবং রাষ্ট্র তার এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রশস্ত করছে।

বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছোট হয়ে গেল আর ট্রেড ইউনিয়নের যে ক্ষেত্রটি ছিল সেটিকে ভেঙ্গে দেওয়া হল, রয়ে গেল পুঁজি আর শ্রম। এমন একটা ব্যবস্থা তৈরী করা হল যেখানে শ্রমিকদের কোনও সংঘবদ্ধ ক্ষমতা থাকবে না। আসলে লেবার কোডের শ্রম আইনের উদ্দেশ্যটা হল শ্রমিকের সংজ্ঞাটা পাল্টে দেওয়া। তাকে সংঘবদ্ধতা থেকে ছত্রভঙ্গ করে একজন শ্রমিকে পরিণত করা। এটা করতে পারলে পুঁজির পক্ষে প্রভুত্ব করা সুবিধাজনক হবে।

সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগকারির মজুরি বাবদ খরচ বেশি। ছাঁটাই করার অসুবিধা, শ্রমের ওপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ নেই, ফলে ক্ষুদ্রশিল্প মাঝারিতে. মাঝারি শিল্প বড় শিল্পে রূপান্তরিত হতে পারছে না। এটা করতে হলে এখন যে শ্রম আইন আছে সেটিকে নিয়োগকারীর পক্ষে পাল্টানো প্রয়োজন। ২০১২-২০১৩ ইকনমিক সার্ভেতে রঘুনাথ রাজন লিখেছেন, 'শ্রম আইনে পরিবর্তন না করা গেলে শিল্প ধ্বংসের পথে যাবে', সেইমতো শ্রম আইনকে নমণীয় করে চুক্তির ভিত্তিতে যে কোনও সময় শ্রমিক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকার দেওয়া হল।

চালু শ্রম আইন তুলে দিয়ে লেবার কোডের মাধ্যমে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী একটি অমানবিক-অসংবিধানিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইছে।

পাশাপাশি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে আবেদন এ রাজ্যে লেবার কোড যাতে কার্যকর না হয় এবং এই সংক্রান্ত রুল তৈরী থেকে রাজ্য সরকার যাতে বিরত থাকেন। আমাদের আশা বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষায় লেবার কোড বাতিলের দাবীতে উদ্যোগী হবেন।